০৮-০৪-১৯ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই সঙ্গম যুগ হল উত্তম থেকেও উত্তম হওয়ার যুগ, এই যুগেই তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়া বানাতে হবে"

প্রশ্ন :- অন্তিম সময়ের অত্যন্ত বেদনা দায়ক দৃশ্য দেখার জন্য তোমাদের কোন্ আধারে দৃঢ়তা আসবে ?

উত্তর :- তোমরা দেহ - ভাবকে দূর করতে থাকো । অন্তিম দৃশ্য খুবই কড়া । বাবা তাঁর বাচ্চাদের মজবুত বানানোর জন্য অশরীরী হওয়ার ইঙ্গিত দেন । বাবা যেমন এই শরীর থেকে পৃথক হয়ে তোমাদের শিক্ষা দেন, বাচ্চারা, তোমরাও তেমনই নিজেদের শরীর থেকে পৃথক মনে করো, অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো । তোমাদের বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা এখন শরীরের সঙ্গেই আছে । বাবাও এখন এই শরীরের সঙ্গেই আছেন । তিনি এই ঘোড়ার গাড়িতে সাওয়ার আছেন আর বাচ্চাদের তিনি কি শেখান ? তিনি শেখান, বেঁচে থেকেও মৃত্যুতুল্য (জীবন্মৃত) কিভাবে থাকা যায়, বাবা ছাড়া এ আর কেউই শেখাতে পারেন না । সব বাচ্চারাই বাবার পরিচয় পেয়েছে, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবন । এই জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হও আর পবিত্র দুনিয়াও তো বানাতে হবে । নিয়ম অনুসারে এই পতিত দুনিয়ার ড্রামার বিনাশ হতে হবে । কেবলমাত্র যারা বাবাকে চিনতে পেরেছেন আর ব্রাহ্মণও হয়েছেন কেবল তারাই পবিত্র দুনিয়াতে গিয়ে রাজত্ব করে । এই পবিত্র হওয়ার জন্য অবশ্যই ব্রাহ্মণও হতে হবে । এই সঙ্গম যুগ হলো পুরুষোত্তম অর্থাৎ উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ হওয়ার যুগ । মানুষ বলে থাকে অনেক সাধু, সন্ত, মহাত্মা, উজির, আমীর, প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি, এরাও তো উত্তম । তা কিন্তু নয়, এ তো কলিযুগী ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া, এই পতিত দুনিয়াতে একজনও সম্পূর্ণ পবিত্র নয় । এখন তোমরা সঙ্গমযুগী হচ্ছো । ওরা গঙ্গাকে পতিত - পাবনী মনে করে । কেবল গঙ্গাই নয়, যেখানেই নদী আছে, যেখানেই জল দেখে, মনে করে জলই পবিত্র করে । এ কথা বুদ্ধিতে বসে গেছে । যে যেখানে বলে সেখানে চলে যায় অর্থাত্ সেই জলে স্নান করতে যায় কিন্তু জলে তো কেউই পবিত্র হয় না । জলে স্নান করলেই যদি সকলে পবিত্র হয়ে যেত তাহলে এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টিই পবিত্র হতো । এতো সব পবিত্র দুনিয়াতে থাকা উচিত । এ তো পুরানো রেওয়াজ চলে আসছে । সাগরেও যত আবর্জনা গিয়ে জমা হয় তাহলে তা পবিত্র কিভাবে বানাবে ? পবিত্র তো আত্মাকে হতে হবে । এর জন্য তো পরমপিতাকে প্রয়োজন যে আত্মাকে পবিত্র বানাবে । তাই তোমাদের বোঝাতে হবে - পবিত্র মানুষ সত্যযুগেই থাকে, পতিত মানুষ থাকে কলিযুগে । তোমরা এখন সঙ্গম যুগে আছো । তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । তোমরা জানো যে, আমরা শূদ্র বর্ণের ছিলাম, এখন ব্রাহ্মণ বর্ণের হয়েছি । শিববাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের ব্রাহ্মণ করেন । আমরাই হলাম প্রকৃত মুখ - বংশাবলী ব্রাহ্মণ । ওরা হলো কুলজাত ব্রাহ্মণ । প্রজাপিতা, তো সমস্তই প্রজা হয়ে গেলো । প্রজাদের পিতা হলো ব্রহ্মা । সে তো গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার হয়ে গেলো । অবশ্যই তিনি ছিলেন তাহলে তিনি এখন কোথায় গেলেন ? পুনর্জন্ম তো নেন, তাই না । বাচ্চাদের তো এ কথা বলাই হয়েছে যে, ব্রহ্মাও পুনর্জন্ম নেন । ব্রহ্মা আর সরস্বতী, মা আর বাবা । তাঁরাই আবার মহারাজা - মহারাণী হন, যাঁকে বিষ্ণু বলা হয় । তাঁরাই আবার ৮৪ জন্মের অন্তে এসে ব্রহ্মা - সরস্বতী হন । এই রহস্য তো তোমাদের বোঝানো হয়েছে । বলা হয় যে, জগত আম্বা তো সম্পূর্ণ

জগতের মা । লৌকিক মা তো প্রত্যেকেরই ঘরে ঘরে আছে কিন্তু জগত আম্বাকে কেউই জানে না । এমনই অন্ধশ্রদ্ধার থেকে বলে দেয় । মানুষ কিছুই জানে না । যাঁর পুজা করে তাঁর কাজ সম্বন্ধে জানেই না । বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো, রচয়িতা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু । এ হলো উল্টো বৃক্ষ, যার বীজরূপ উপরে আছে । তোমাদের পবিত্র বানানোর জন্য বাবাকে উপর থেকে নীচে আসতে হয় । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন আমাদের এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান দিয়ে সেই নতুন সৃষ্টির চক্রবর্তী রাজা -রাণী বানানোর জন্য । এই চক্রের রহস্য তোমরা ছাড়া এই দুনিয়ার আর কেউই জানে না । বাবা বলেন, আবার পাঁচ হাজার বছর পরে আমি এসে তোমাদের বলবো । এই ড্রামা হলো বানানো । ড্রামার ক্রিয়েটর, ডিরেক্টর, মুখ্য অভিনেতাদের আর ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তকে না জানলে তাদের তো বুদ্ধিহীন বলবে, তাই না । বাবা বলেন যে, পাঁচ হাজার বছর আগেও আমি তোমাদের বুঝিয়েছিলাম । তোমাদের আমি নিজের পরিচয় দিয়েছিলাম । এখন যেমন দিচ্ছি । তোমাদের আমি পবিত্রও বানিয়েছিলাম যেমন এখন বানাচ্ছি । তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । তিনিই হলেন সর্বশক্তিমান এবং পতিত পাবন । বলা হয়ে থাকে -- অন্তিম সময়ে যেমন স্মরণ করবে, তেমন যোনিতে আসবে । এখন তোমরা তো জন্ম নাও কিন্তু শূকর, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি হও না ।

বেহদের বাবা এখন এসেছেন । তিনি বলেন, আমি তোমাদের সকল আত্মাদের পিতা । এরা সকলেই কাম চিতায় বসে কালো হয়ে গেছে, এদের আবার জ্ঞান চিতায় বসাতে হবে । তোমরা এখন জ্ঞান চিতায় বসেছো । জ্ঞান চিতায় বসে আবার বিকারে যেতে পারবে না । প্রতিজ্ঞা করে যে, আমরা পবিত্র থাকবো । বাবা কখনো ওই রাখী বাঁধান না । এ তো ভক্তিমার্গের রেওয়াজ চলে আসছে । বাস্তবে এ হলো এই সময়ের কথা । তোমরা বুঝতে পারো যে, পবিত্র হওয়া ছাড়া পবিত্র দুনিয়ার মালিক কিভাবে হবে ? তবুও দৃঢ় করানোর জন্য প্রতিজ্ঞা করানো হয় । কেউ রক্ত দিয়ে লিখে দেয়, কেউ আবার অন্য কিছু দিয়েও লিখে দেয় যে, বাবা তুমি এসেছো, আমি তোমার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই দেবো । নিরাকার তো সাকারের মধ্যেই আসে, তাই না । বাবা যেমন পরমধাম থেকে নেমে আসেন, তেমনি তোমরা আত্মারাও নেমে আসো । তোমরা উপর থেকে নীচে আসো অভিনয় করতে । এ তো তোমরা বুঝতে পারো যে, এই নাটক হলো সুখ - দুঃখের খেলা । এর অর্ধেক কল্প হলো সুখ আর অর্ধেক কল্প হলো দুঃখ । বাবা বোঝান যে, চার ভাগের তিনভাগ সুখই তোমরা ভোগ করো । অর্ধেক কল্পের পরে তোমরাই ধনবান ছিলে । কতো বড় মন্দির ইত্যাদি বানানো হবে । দুঃখ তো আসে পরের দিকে যখন ভক্তি একদম তমোপ্রধান হয়ে যায় । বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরা প্রথমদিকে অব্যাভিচারী ভক্ত ছিলে, কেবল একজনের ভক্তিই করতে । যে বাবা তোমাদের দেবতা বানান, সুখধামে নিয়ে যান, তোমরা তাঁরই পূজা করতে, পরের দিকে ব্যাভিচারী ভক্তি শুরু হয় । প্রথমে তোমরা একজনের পূজা তারপর দেবতাদেরও পূজা করতে । এখন তো পঞ্চ ভূতের দ্বারা নির্মিত শরীরেরও পূজা করে থাকো । চৈতন্যকেও আবার জড় পদার্থেরও পূজা করো । পাঁচ তত্বের নির্মিত শরীরকে দেবতাদের থেকেও উঁচু মনে করো । দেবতাদের তো কেবল ব্রাহ্মণ স্পর্শ করতে পারে । তোমাদের গুরুও তো অনেক আছে । এ কথা বাবা বসেই বলেন । এই দাদাও বলেন যে, আমিও অনেক কিছুই করেছি । বিভিন্ন হঠযোগ ইত্যাদি, কান, নাক মোলা আদি সবকিছুই করেছি । অবশেষে সবকিছুই ছেড়ে দিতে হয়েছিল । ওই অভ্যাস করবো নাকি এই অভ্যাস ? আমার ক্লান্তিভাব আসতো তাই বিরক্ত হয়ে যেতাম । প্রাণায়াম ইত্যাদি শিখতে খুবই কষ্ট হয় । অর্ধেক কল্প আমরা ভক্তিমার্গে ছিলাম, এখন আমরা জানতে পেরেছি । বাবা সম্পূর্ণ সঠিক কথা বলেন । ওরা বলে যে,

ভক্তি পরম্পরা ধরে চলে আসছে । এখন সত্যযুগে ভক্তি কোথা থেকে আসবে ? মানুষ কিছুই বোঝে না । মূঢ় বুদ্ধি তো, তাই না । সত্যযুগে তো এমন কিছুই বলবে না । বাবা বলেন যে, আমি প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আসি । শরীরও তাঁরই নিই, যে নিজের জন্মকেও জানে না । এই সেই এক নম্বর যে সুন্দর ছিলো, সেই এখন শ্যাম হয়ে গেছে । আত্মা ভিন্ন – ভিন্ন শরীর ধারণ করে । তাই বাবা বলেন, আমি যাঁর মধ্যে প্রবেশ করি, তারমধ্যেই এখন বসে আছি । কি শেখাতে বসে আছি ? বেঁচে থেকেও মরে যাওয়া । এই দুনিয়া থেকে তো মরতেই হবে, তাই না । এখন তোমাদের পবিত্র হয়েই মৃত্যুবরণ করতে হবে । আমার পার্টই হলো পবিত্র করার । তোমরা, ভারতবাসীরা ডাকো – হে পতিত – পাবন । আর কেউই এমন বলে না – হে উদ্ধারকর্তা, আমাদের দুঃখের দুনিয়া থেকে মুক্ত করতে এসো । সবাই মুক্তিধামে যাওয়ার জন্যই পরিশ্রম করে । বাচ্চারা, তোমরা আবার পুরুষার্থ করো সুখধামে যাওয়ার জন্য । ওটা হলো প্রবৃত্তিমার্গের মানুষদের জন্য । তোমরা জানো যে, আমরা প্রবৃত্তি মার্গের পবিত্র ছিলাম । তারপর অপবিত্র হয়েছি । প্রবৃত্তিমার্গের মানুষদের কাজ নিবৃত্তিমার্গের মানুষরা করতে পারবে না । যজ্ঞ – দান – তপ সবই প্রবৃত্তিমার্গের মানুষই করে থাকে । তোমরা এখন অনুভব করো যে, এখন আমরা সবাইকেই জানি । শিববাবা আমাদের সবাইকে ঘরে বসে পড়াচ্ছেন । বেহদের বাবা বেহদের সুখ দান করেন । তাঁরসঙ্গে তোমরা দীর্ঘ সময় বাদে মিলিত হও তাই তোমাদের চোখে প্রেমের অশ্রু আসে । 'বাবা' বললেই তোমরা রোমাঞ্চিত হয়ে যাও – অহো ! বাবা এসেছেন আমাদের সেবার কারণে । এই পড়া পড়িয়ে বাবা আমাদের ফুল বানিয়ে নিয়ে যান । তিনি আমাদের এই নোংরা ছিঃ – ছিঃ দুনিয়া থেকে নিজের সাথে করে নিয়ে যাবেন । ভক্তিমার্গে তোমাদের আত্মা বলতো, বাবা আপনি যখন আসবেন, আমরা বলিহারি যাবো । আমরা অন্য কারোর নয়, কেবলমাত্র আপনার হবো । নম্বরের ক্রমানুসার তো আছেই । সকলেরই নিজের নিজের পার্ট আছে । কেউ কেউ তো বাবাকে খুবই ভালোবাসেন, যে বাবা স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন । সত্যযুগে কান্নার কোনো চিহ্ন থাকে না । এখানে তো মানুষ কত কান্নাকাটি করে । এখন তোমরা স্বর্গে যাবে তাই কান্না কেন, বাজনা বাজানোর দরকার । ওখানে তো সবাই বাজনা বাজায় । এখানে তমোপ্রধান শরীর খুশীর সঙ্গে ত্যাগ করে । এই নিয়মও এখান থেকেই শুরু হয় । এখানে তোমরা বলবে, আমাদের নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে । ওখানে তো তোমরা বুঝতেই পারো যে, পুনর্জন্ম নিতে হবে । বাবা তো সব কথাই বুঝিয়ে বলেন । ভ্রমরের উদাহরণও তোমাদেরই জন্য । তোমরা হলে ব্রাহ্মণী, বিষ্ঠার পোকাকে তোমরা ভোঁ ভোঁ করো । বাবা তো তোমাদের বলেন, এই শরীরকেও ত্যাগ করতে হবে । বেঁচে থেকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে । বাবা বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এই দেহকে ভুলে যাও । বাবা তো খুবই মিষ্টি । তিনি বলেন, বাচ্চারা, আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি । এখন তোমরা শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো । অল্ফ (আল্লাহ) আর বে (বাদশাহী)। এ হলো দুঃখধাম । আমাদের অর্থাত্ আত্মাদের ঘর হলো শান্তিধাম । আমরা এতদিন অভিনয় করেছি এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । ওখানে এই ছি – ছি শরীর থাকে না । এখন তো এই শরীর সম্পূর্ণ জর্জরিভূত অবস্থা হয়ে গেছে । এখন বাবা আমাদের সামনে বসিয়ে ইঙ্গিতে শেখান । তিনি বলেন, আমিও আত্মা আর তুমিও আত্মা । আমি শরীর থেকে পৃথক হয়ে তোমাদেরও তাই শেখাই । তোমরাও নিজেদের শরীর থেকে পৃথক মনে করো । এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । এখন তো এখানে আর থাকার সময় নেই । তোমরা এও জানো যে, এখন বিনাশ হবে । ভারতে রক্তের নদী বইবে । এরপর ভারতেই আবার দুধের নদী বয়ে যাবে । এখানে সব ধর্মের মানুষই একত্রে আছে । সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরবে । এ হলো পরের দিকের মৃত্যু । পাকিস্থানে কি কি না হতো

। খুবই কঠোর দৃশ্য ছিলো যা কেউ দেখলে অজ্ঞান হয়ে যাবে । বাবা এখন তোমাদের মজবুত তৈরী করছেন । তিনি দেহের ভাবও দূর করে দেন ।

বাবা দেখেছেন, বাচ্চারা ঠিকমতো স্মরণে থাকে না । তারা খুবই দুর্বল, সেই কারণে সেবারও বৃদ্ধি হয় না । তারা বারবার লিখতে থাকে, বাবা, স্মরণ করতে ভুলে যাই, বুদ্ধি যুক্ত হয় না । বাবা বলেন, 'যোগ' শব্দের কথা মনে রেখো না । বিশ্বের বাদশাহী দেন যে বাবা, তাঁকে তোমরা ভুলে যাও । আগেও ভক্তিতে বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যেতো তখন নিজেদের চিমটি কাটতে । বাবা বলেন – তোমরা আত্মারা হলে অবিনাশী । তোমরা কেবল পবিত্র আর পতিত হও । বাকি আত্মারা কখনোই ছোটো – বড় হয় না । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্নেহ – সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) নিজের সঙ্গে কথা বলো – আহা, বাবা এসেছেন আমাদের সেবায় । তিনি আমাদের ঘরে বসে পড়াচ্ছেন । অসীম জগতের বাবা অসীম সুখ প্রদান করেন, তাঁর সঙ্গে আমরা এখন মিলিত হয়েছি । এমন প্রেমের সঙ্গে বাবা বলে ডাকো আর খুশীতে প্রেমের অশ্রু যেন এসে যায় । শরীর যেন রোমাঞ্চিত হয় ।

২) এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই সবার থেকে মোহ দূর করে জীবন্মৃত হতে হবে । এই দেহকেও ভুলতে হবে । এর থেকে পৃথক হওয়ার অভ্যাস করতে হবে ।

বরদান :-- কর্মের হিসেব – নিকেশকে বুঝে নিজের অচল স্থিতি বানিয়ে সহজ যোগী ভব
চলতে ফিরতে কর্মের কোনো হিসেব – নিকেশ যদি সামনে আসে, তখন বিচলিত হবে না, স্থিতিকে উপর – নীচ কোরো না । যদি এসেও যায়, তাকে পরখ করে দূর থেকেই শেষ করে দাও । এখন আর যোদ্ধা হয়ো না । সর্বশক্তিমান বাবা সাথে থাকলে মায়া তোমাদের বিচলিত করতে পারবে না । কেবল দৃঢ় বিশ্বাসের ফাউন্ডেশনকে প্রত্যক্ষতায় নিয়ে এসো আর সময় অনুযায়ী ব্যবহার করো তাহলেই সহজ যোগী হতে পারবে । এখন যুদ্ধ করা যোদ্ধা নয়, নিরন্তর যোগী হও ।

স্লোগান :-- ডবল লাইট থাকতে হলে নিজের সমস্ত দায়িত্ব বাবাকে সমর্পণ করে দাও ।